

উনিশ শতাব্দীর শেষের দিক। পরাধীন ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। ভারতীয়রা ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা লাঞ্চিত, বঞ্চিত এবং অত্যাচারিত।

ঠিক এই সময় ভারতের এক বীর এবং সাহসী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তিনি হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন প্রকৃত দেশভক্ত। তিনি তার মা-বাবার উপরে দেশকে রেখেছিলেন এবং সম্পূর্ণ জীবন ভারতবর্ষের জন্য উৎসর্গ করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু উড়িষ্যার কটক শহরে এক বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তার সাত ভাই এবং ছয় বোন ছিল। তিনি ছিলেন তার মা-বাবার নবম সন্তান।

সুভাষচন্দ্র বসু ও তার ভাই শরৎচন্দ্র খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমে এবং সমস্ত শিক্ষক তাকে ভালোবাসতেন।

সুভাষচন্দ্র বসু স্কুলের পড়াশোনা কটক থেকে করেন।

এরপর পড়াশোনার জন্য তিনি পড়াশোনার জন্য তিনি কলকাতাতে চলে আসেন।

কলকাতার Presidency College থেকে তিনি Philosophy তে BA পাশ করেন।

নেতাজি সিভিল সার্ভিস নিয়ে পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিস নিয়ে পড়াশোনা করা খুবই কঠিন ছিল।

তার বাবা জানকিনাথ বস তাকে সিভিল সার্ভিস পড়ার জন্য ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নেতাজি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

কিন্তু তিনি সেই চাকরি কে লাথি মেরে দেশ সেবাই নিজেই নিয়োজিত করেন। সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে আসেন,

কিন্তু ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করলেন না। বরং ইংরেজদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যাগ দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির নেতা হয়ে

উঠলেন। তিনি দু-দুবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

একবার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার যখন তাঁকে তাঁর বাড়িতে নজরবন্দি করে রাখেন তখন তিনি ছদ্মবেশে (১৯৪১ খ্রিঃ) প্রথমে জার্মানিতে পরে জাপান চলে যান।

জাপানে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যাগ দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে তিনি সকলের কাছে নেতাজি হয়ে ওঠেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র এরপর তাঁর বাহিনী নিয়ে মণিপুর দখল করে সেখানে ভারতের পতাকা উড়িয়ে দেন।

কিন্তু আরও এগিয়ে যাবার পথে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি ও রসদের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরাজিত হয়।

আজাদ হিন্দ সরকারের পতনের পর থেকে নেতাজির আর-কোনাে খবর পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ মনে করেন বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।